

# ব্যর্থ নায়িকা

ভানুশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড  
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১

প্রকাশক :

শ্রীধরনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড

৩৩, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীমোহিত সিকদার

সিমকো প্রিন্টস্ এণ্ড পাবলিকেশানস

১৬, মারকার্স লেন,

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ পট :

শ্রীশ্রামল নন্দী

উৎসର୍গ

দর্গভ লେখକେର ইচ্ছাহবানী

তাঁর অকৃত্রিম বহু

ক্রিয়ুত কক কপালনৌক



( ১২৪৬ সাল আর ১২৪৭ সাল—গণতিতে কুড়ি বছর না হলেও মোটা মুঠি কুড়ি বছরই বলা চলে। কুড়ি বছর একটা নাটক গোপার জীবন নাটক। শুক হয়েছিল গোপার চৌদ্দ বছর বয়সে ; আজ গোপার বয়স চৌত্রিশ। অকস্মাৎ অপ্রাণিতভাবে একটা অকস্মিক অশ্রু প্রস্রাবে এসে সে যেন একটা দিকদিগন্তহীন প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে গেল অবশিষ্ট বাকী জীবন বুকে ধরে এই প্রান্তর ভেঙে চলা ছাড়া আর কিছু রইল না। এবং তখনই সে হুটু হুটু ঘটবে আর পত্যাশা বইল না। এইটাই যখন শেষ ঘটনা। বিন্দু বিন্দু ঘটা না করেই ঘটে গেল।

পরপর আর নাটক চলে না। একে ঘেঁষে একটি শ্রাবণ ঠান্ডে ভেঙে চলার মধ্যে যে গতি—তার সঙ্গে ছেদ পড়ান কোন ক্ষণে নেই। যবে তত্তাপোষথানার উপর গোপা আস্তে আস্তে পড়ল।

জীবন যে এমনভাবে অবশ্যস্তাবী রূপে বিরোগান্ত হা গোপা জানিত না। মন বলছে—হয়তো নাটক এর জগৎ দখল নয়। দাঁড়াও। সে এই নাটকের নায়িকা, সে-ই নাটককে সার্থক করে তুলবে। সে পাবে না। হ্যাঁ। পারলে না। একালের মেয়ে, লেখাপড়াও কিছু করেছে, ঠিক যারা পাঁচপাঁচি—অতিসাধারণ বা ভ্রাতা—কাল বা যুগের ধ্যান ধারণা থেকে পিছিয়ে পড়া মেয়ে তা ঠিক নয়। তবে অবশ্য যারা অনন্ত অসাধারণ তাদেরও একজন নয় সে। এবং মাঝারি মেয়েদের মতই জীবনের দাবীকে জোর করে তুলে জীবনকে বিরোগান্ত বলে মানতে সে প্রস্তুত ছিল না।

মানুষের মরাটা বিয়োগান্ত নয়। মানুষ মরবার জন্তেই জন্মায়—সব মানুষই মরে। কিন্তু সে হল সমাপ্তি। মৃত্যুর মধ্যে যে বিয়োগ - সে বিয়োগ সমাপ্তি। সে বিয়োগ বিয়োগান্ত নয়। কিন্তু জীবনের মাঝখানে এইভাবে সকল কল্লনায়, সকল ফুল ফোটানো প্রত্যাশায়—জীবনের বিস্তাবে ছেদ টেনে দিয়ে এইভাবে ব্যর্থতার মধ্যে ভেঙে পড়ার বা মধ্যপথে পথের পাশে সাঁটপাট হয়ে পড়ার মধ্যে যে ব্যর্থতার লজ্জায় ও বেদনায় প্রিয়মাণ ও সঙ্গী বিয়োগান্ত পরিণতিটি আপনা থেকে ফুটে ওঠে তাকে বলা অস্বাভাবিক হবে? কি হবে বলবে—আমাব এই ভাল, এই ভাল কি করে মুখ তুলে চাইবে? কি হবে অস্বীকার করবে? যুগ অস্বীকারেব কোন অপেক্ষা না রেখেই গিয়ে যখন কবে দি শেষ করে দেয় অন্ধকারের মধ্যে ঠিক তেমনভাবেই তার জীবন শেষ হয়ে গেল। জ্যোতি তার সকল কামনার কাম্য -নারী ও পুরুষ আনন্ডজিত পুরুষ পৌকষে প্রেমে-স্নেহে সহযোগিতায় তাকে তৈরি করেছিল—সেই তাকে বরণ করেছিল—স্বাভাবিক জীবন দিয়ে আজ বিশ বৎসর কামনা করে এসেছে—প্রতিটি দিন পরস্পরের কামনা করে এসেছে—একটি মিলন দিনও তারা স্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। ব্যর্থ নায়িকা সে - নে পিছিয়ে এসে ভেঙে পড়ল। এগিয়ে যেতে পারলে না।

\*

\*

\*

নিতান্ত বিশেষত্বহীন অতি সাধারণ ছ-কুঠুরীর একখানা পুরনো বাড়ী।

নতুন কালে হিসেব করে তৈরী করা প্ল্যানসম্মত বাড়ীর স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশ, যাকে ফ্ল্যাট বলা হয়—তা নয়। এ হল সেই পুরনো কালের চকমিলান বাড়ী, চৌকো বারান্দার কোলে কোলে ঘর,